এসো নামায পড়ি

আবদুস শহীদ নাসিম

এসো নামায পড়ি

এসো নামায পড়ি
এসো নামায পড়ি

আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

এসো নামায পড়ি

আবদুস শহীদ নাসিম

শ. প্র. : ৭১
ISBN : 984-645-000-8

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৮৩১১২৯২

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০২
দ্বিতীয় মুদ্রণ : অক্টোবর ২০১০

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

দাম : ৫৫.০০ টাকা মাত্র

ESIIO NAMAJ PORI By Abdus Shaheed Naseem, Published by Shotabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Phone : 8311292. First Edition : September 2002, 2nd Print : October 2010.

Price : Tk. 55.00 only

বইটি সম্পর্কে
জরুরি কথা

এ বইটি ছোটদের জন্যে এবং প্রাথমিকভাবে যারা নামায শিখতে চায় তাদের জন্যে।

এ বইটি নামাযের বিস্তারিত তাৎপর্য ও বিধিবিধান জানার বই নয়, এটি নতুনদের নামায শিখার বই।

এ বইয়ের নামে যদিও 'নামায' কথাটি আছে, কিন্তু বইয়ের ভিতরে 'নামায' কথাটি নেই। ভিতরে নামায শব্দের পরিবর্তে কুরআন ও হাদিসের 'সালাত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

আমরা সবাই চেষ্টা করলে কুরআন এবং হাদিসের 'সালাত' শব্দটিই আবার চালু হয়ে যাবে।

এ বইতে অযু এবং সালাতের পদ্ধতি শিখানোর জন্যে ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। সেই সাথে যদি অভিজ্ঞ শিক্ষক, বাবা মা কিংবা কোনো মুরব্বির নিকট থেকে বাস্তবেও শিখে নাও, তবে আরো সুন্দরভাবে শিখতে পারবে।

মুখস্থ করার জন্যে অর্থসহ কয়েকটি ছোট সূরা এবং সালাতের তসবীহ, যিক্‌র এবং দু'আও উল্লেখ করা হলো। ওগুলো মুখস্থ করবে।

বইটিকে বিভিন্ন পাঠে বিভক্ত করা হলো। বড় ছোট পাঠ অনুযায়ী প্রত্যেকটি পাঠের জন্যে দিন বা সপ্তাহ নির্ধারণ করে নেবে। নির্দিষ্ট দিন বা সাপ্তাহের মধ্যে সেই পাঠটি শিখে নেবে।

আবদুস শহীদ নাসিম
১ জানুয়ারি ২০০২

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পাঠ-১

ইসলামের ভিত্তি

ইসলাম আল্লাহ্‌র দীন। 'দীন' মানে জীবন-যাপন পদ্ধতি বা জীবন-যাপনের নিয়ম-কানুন। সঠিকভাব জীবন-যাপন করার জন্যে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা মানুষকে ইসলাম নামক জীবন-যাপন পদ্ধতি প্রদান করেছেন। ইসলামই আল্লাহ্‌র দেয়া এবং আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র দীন :

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

অর্থ : ইসলামই আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র দীন।' (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত-১৯)

সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ : شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (بخارى و مسلم)

অর্থ : ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলো হলো : (১) এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র দাস ও রসূল, (২) সালাত কায়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) হজ্জ করা এবং (৫) রমযান মাসে রোযা রাখা। (সূত্র : সহীহ্ বুখারি ও মুসলিম)

● প্রথম ভিত্তি

পয়লা ভিত্তির প্রথম অংশ হলো : 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই'- এই ঘোষণা দেয়া। এ ঘোষণার অর্থ হলো : আমি শুধুমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার ইবাদত (অর্থাৎ উপাসনা, আনুগত্য ও দাসত্ব) করবো এবং তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদত করবোনা।

সুতরাং আমাদের সালাত, যাকাত, হজ্জ, রোযা, দু'আ, সাহায্য প্রার্থনা, পশু যবেহ, মান্নত প্রভৃতি ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্যে এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হতে হবে। যে ব্যক্তি এগুলোর কোনো একটি ইবাদত আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে করে, সে আল্লাহ্র সাথে শির্ক করে। অর্থাৎ সে অপরকে আল্লাহ্র সমকক্ষ বানিয়ে নেয়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছেন :

فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ○

অর্থ : তোমরা কাউকেও আল্লাহ্র সমকক্ষ ও সমতুল্য বানিয়োনা, যেহেতু তোমরা প্রকৃত বিষয়ে অবহিত রয়েছো।' (সূরা আল বাকারা : আয়াত-২২)

আর 'মুহাম্মদ আল্লাহ্র দাস ও রসূল'-এই ঘোষণা প্রদানের অর্থ হলো : মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে বার্তা ও জীবন-ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি ঈমান আনা এবং তার ভিত্তিতে জীবন-যাপন করা। আল্লাহ্র রসূল হিসেবে তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করা। তিনি যা যা করতে বলেছেন, সেগুলো করা। তিনি যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, সেগুলো থেকে বিরত থাকা। তাঁর দেখানো ও প্রতিষ্ঠিত পন্থায় আল্লাহ্র ইবাদত করা। তাছাড়া একথার প্রতি ঈমান রাখা যে, তিনিই আল্লাহ্র সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেনা।

● দ্বিতীয় ভিত্তি

প্রথম ভিত্তির পর ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি হলো : 'সালাত'। সালাত দীন ইসলামের স্তম্ভ। সহীহ্ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : সালাত ত্যাগ করলে বান্দা এবং কুফরির মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকেনা।' (সূত্র : সহীহ্ মুসলিম, জাবির রা. কর্তৃক বর্ণিত)

এ বইতে আমরা ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি 'সালাত' সম্পর্কেই আলোচনা করবো।

কা'বা শরীফ

এ হলো কা'বা শরীফ। কা'বা মক্কায় অবস্থিত। কা'বার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে হয়। সারা পৃথিবীর মুসলিমরা কা'বার দিকে ফিরে সালাত আদায় করেন।

পাঠ-২

সালাত কায়েম করো

● সালাতের গুরুত্ব

প্রত্যেক ঈমানদার মুসলিম নারী পুরুষের জন্যে সালাত আদায় করা ফরয। আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন :

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

অর্থ : সালাত কায়েম করো।' (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত-১১০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন :

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ○

অর্থ : অবশ্যি সময়মতো সালাত আদায় করা মুমিনদের উপর ফরয করে দেয়া হয়েছে।' (সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত-১০৩)

মহান আল্লাহ্ আল কুরআনে অনেকবার সালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে মুমিনদের জন্যে সালাত সবচেয়ে বড় ফরয ইবাদত। সালাত ত্যাগ করা কুফরি। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন :

'কোনো ব্যক্তির কুফুরিতে নিমজ্জিত হবার সেতু হলো সালাত ত্যাগ করা।' (মুসলিম শরীফ)

তিনি আরো বলেছেন :

'যে ব্যক্তি সালাত ত্যাগ করলো সে কুফরি করলো।' (তিরমিযি শরীফ)

● সালাতের সুফল

সালাত কায়েম করলে দুনিয়াতেও ভালো মানুষ হওয়া যায়। আবার সালাত আদায়ের মাধ্যমে আখিরাতের সফলতাও অর্জন করা যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ○

অর্থ : 'সফল হলো সেইসব মুমিন, যারা বিনয়ের সাথে সালাত আদায় করে।' (সূরা ২৩ মু'মিনুন : আয়াত ১-২)

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : 'আল্লাহ্র কাছে বান্দার সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো সময়মতো সালাত আদায় করা।'

● মসজিদ বানাও

সালাতের সময় হলে মসজিদে সমবেত হওয়া এবং জামাতের সাথে সালাত আদায় করা আল্লাহ্ পাক মুসলমানদের কর্তব্য করে দিয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল মুমিনদেরকে মসজিদ নির্মাণ করতে বলেছেন। মসজিদ মানে- আল্লাহ্কে সাজদা করার জায়গা। প্রিয় নবী সা. বলেছেন :

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ বানায়, আল্লাহ্ তার জন্যে বেহেশতে একটি ঘর বানান।' (বুখারি শরীফ)

● আযান দাও

আযান মানে- আহ্বান করা বা ডাকা।

সালাতের সময় হলে সালাতের জন্যে আযান দেয়া ইসলামের একটি জরুরি কাজ। যিনি আযান দেন তাঁকে বলা হয়-

মুয়াজ্জিন। কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনকে আল্লাহ্ পাক অনেক মর্যাদা দান করবেন।

কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করে আযান দিতে হয়। সেগুলো হলো :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ - اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থ : আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।' (৪ বার)

اَشْهَدُ اَلَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - اَشْهَدُ اَلَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ বা হুকুমদাতা নেই।' (২ বার)

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ - اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল।' (২ বার)

حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ - حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

অর্থ : সালাতের দিকে এসো।' (২ বার)

حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ - حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ

অর্থ : সাফল্য অর্জনের কাজে এসো।' (২ বার)

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ - اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ

অর্থ : ঘুমের চেয়ে সালাত ভালো।' (২ বার ফজর সালাতে)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থ : আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।' (২ বার)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

অর্থ : আল্লাহ্ ছাড়া কারো হুকুম মানা যায়না।' (১ বার)

আযান শুনামাত্র কাজকর্ম ও ঘুম ত্যাগ করে নামাযের জন্যে প্রস্তুতি নেয়া প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য।

পাঠ-৩

সালাতের শর্তসমূহ

সালাত সহীহ্-শুদ্ধ হবার জন্যে কিছু শর্ত আছে। নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পূরণ হওয়া ছাড়া সালাত আদায় হয়না :

১. ইসলাম। অর্থাৎ- সালাত আদায়কারীকে মুসলিম হতে হবে। কাফিরের সালাত নেই।

২. মানসিক সুস্থতা। কারণ, পাগল ও অজ্ঞানের সালাত নেই।

৩. মুসল্লি নাপাক থাকলে গোসল করে পাক হওয়া।

৪. অযু করা।

৫. পোশাক পাক-পবিত্র হওয়া।

৬. গোপন অংগসমূহ ঢেকে নেয়া। (পুরুষের গোপন অংগ হলো : নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। মহিলাদের গোপন অংগ হলো : হাত-পায়ের তালু এবং মুখমণ্ডল ছাড়া পুরো শরীর।)

৭. সালাত আদায়ের জায়গা পাক হওয়া।

৮. ওয়াক্ত (সময়) হওয়া। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতেরই সময় নির্ধারিত আছে।

৯. কিবলামুখী হওয়া। মক্কায় অবস্থিত কা'বা শরীফ মুসলিমদের কিবলা।

১০. মনে মনে আল্লাহ্‌র জন্যে সালাত আদায়ের নিয়্যত বা সংকল্প করা।

সালাত শুরু করার আগে এই শর্তগুলো পূরণ হওয়া জরুরি।

পাঠ-৪

সালাতের জন্য পবিত্রতা অর্জন

● হদস্ ও পবিত্রতা

কোনো মুসলিম যখন সালাত আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে, তখন তাকে অবশ্যি দৈহিকভাবে পবিত্র হয়ে নিতে হয়।

দৈহিক পবিত্রতা বলতে বুঝায় মুসল্লির দেহ হদস্ থেকে মুক্ত হওয়া। হদস্ মানে-দৈহিক অপবিত্রতা।

'হদস্' দুই প্রকার। যথা :

১. লঘু হদস্।
২. গুরু হদস্।

১. লঘু হদস্ হলো সেগুলো : যেগুলো সংঘটিত হলে অযু করা ফরয হয়ে পড়ে। যেমন : দুটি নির্গমন পথ দিয়ে মল, মূত্র, বায়ু নির্গত হওয়া।

২. গুরু হদস্ হলো সেগুলো : যেগুলো সংঘটিত হলে গোসল করা ফরয হয়ে পড়ে। যেমন : স্বপ্নদোষ, সহবাস, হায়েয কিংবা নিফাস।

● গোসল

গোসল মানে- পবিত্র পরিচ্ছন্ন পানি দিয়ে পুরো শরীর ধৌত করা। গোসলের জন্যে চুল থেকে নিয়ে পুরো শরীরে পানি প্রবাহিত করা বা পুরো শরীর ধুইয়ে নেয়া জরুরি।

● গোসল করার নিয়ম

দেহকে হদস্ থেকে পবিত্র করার মানসিক সংকল্প (নিয়্যত) নিয়ে গোসলের জন্যে প্রস্তুত হও। সুন্নত পদ্ধতি হলো : শুরুতে তোমার দু'হাত (কব্জি পর্যন্ত) তিনবার করে ধুইয়ে নাও। তারপর তোমার লজ্জাস্থানকে ভালোভাবে ধুইয়ে পরিষ্কার করে নাও। অতপর সালাতের জন্যে যেভাবে অযু করতে হয়, সেভাবে অযু করো।

এবার মাথায় তিন আঁজলা পরিমাণ পানি দাও এবং হাতের আঙ্গুল দিয়ে ঘষে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে দাও।

উপরের কাজগুলো সম্পন্ন হবার পর পুরো শরীরে পানি ঢেলে দাও। পানি পৌঁছে দাও পুরো শরীরের সবখানে। পুকুর, ঝর্ণা বা নদীতে নেমেও গোসল করে নিতে পারো।

ব্যাস, সম্পন্ন হয়ে গেলো গোসলের কাজ। এভাবে গোসল করার মাধ্যমে শরীর পবিত্র পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। এর মাধ্যমে দৈহিক ও মানসিক তৃপ্তি এবং সুস্থতা অর্জিত হয়। তাছাড়া এটি একটি ইবাদত, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অর্জিত হয়।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সা. বলেছেন :

'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।'

ছেলেদের এবং মেয়েদের গোসল করার নিয়ম একই।

পাঠ-৫

অযু

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্যে প্রস্তুতি নেবে, তখন তোমাদের মুখমন্ডল এবং দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধুইয়ে নাও, মাথা মাসেহ করে নাও এবং টাখনু পর্যন্ত দুই পা ধুইয়ে নাও।' (সূরা আল মায়িদা : আয়াত ৬)

এই আয়াত দ্বারা সালাত আদায় করার জন্যে অযু করে নেয়া ফরয বলে প্রমাণিত। অযু করা ছাড়া সালাত বৈধ হয়না, বাতিল হয়ে যায়। ছেলেদের এবং মেয়েদের অযু করার নিয়ম একই।

● অযু করবে কিভাবে?

মনে মনে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে অযু করার সংকল্প (নিয়্যত) করো। আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করো।

মনোযোগের সাথে নিচের ছবিটি দেখো :

আনাস অযু করার উদ্দেশ্যে 'বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম' বলে হাত ধুয়ে নিচ্ছে

সুমাইয়া অযু করার উদ্দেশ্যে 'বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম' বলে হাত ধুয়ে নিচ্ছে

● বলো : বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম (পরম দয়ালু ও পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি।)।

এসময় দুই হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার করে ধুইয়ে নাও।

- ডান হাতে করে মুখের ভেতর পানি দাও এবং গড়গড়া করে কুল্লি করো। এমনটি তিন বার করো।

আনাস ডান হাতে করে পানি নিয়ে কুল্লি করছে

সুমাইয়া ডান হাতে করে পানি নিয়ে কুল্লি করছে

- ডান হাতে করে পানি নিয়ে নাকে পানি দাও। বাম হাতে নাক পরিষ্কার করো। এভাবে তিনবার নাক পরিষ্কার করো।

আনাস নাক পরিষ্কার করছে
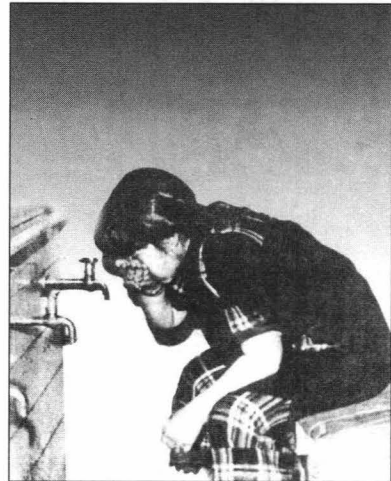
সুমাইয়া নাক পরিষ্কার করছে

● মুখমণ্ডল ধৌত করো- তিনবার। পুরো মুখমণ্ডলে নিশ্চিতভাবে পানি পৌঁছে দাও।
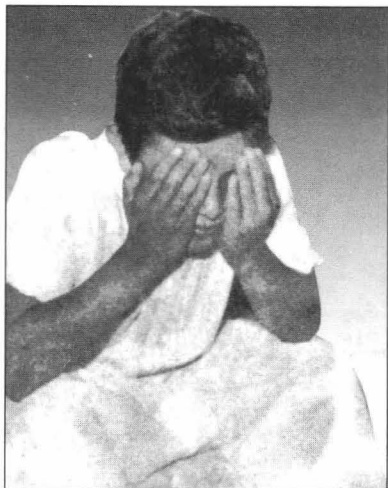
আনাস মুখমণ্ডল ধৌত করছে
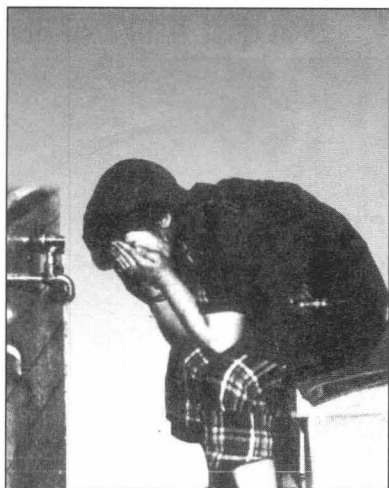
সুমাইয়া মুখমণ্ডল ধৌত করছে

● ডান হাত কনুইসহ তিনবার ধৌত করো।
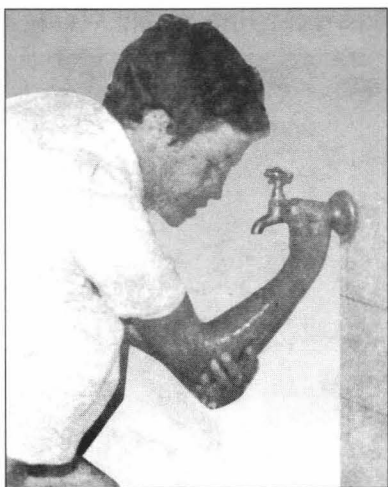
আনাস ডান হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করছে

সুমাইয়া ডান হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করছে

● অতপর বাম হাত কনুই সহ তিনবার ধৌত করো।
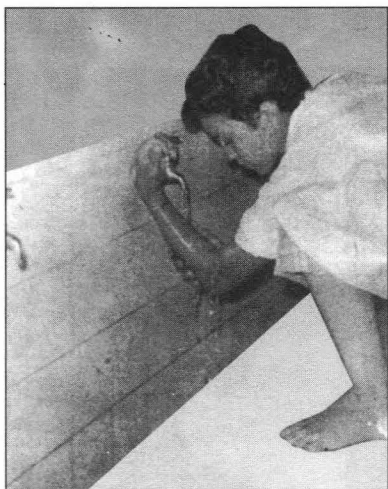
আনাস বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করছে

সুমাইয়া বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করছে

● এবার মাথা মাসেহ করো। হাতে পানি নাও এবং মাথার সামনে থেকে পেছনের দিকে মাসেহ করো।
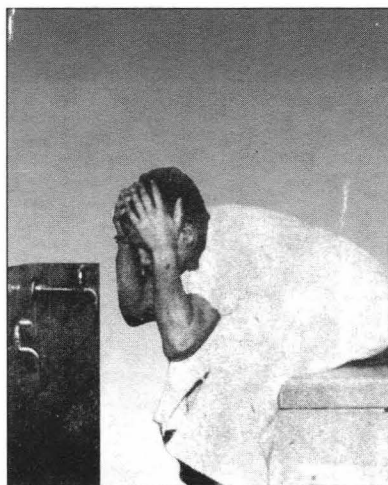
আনাস মাথা মাসেহ করছে
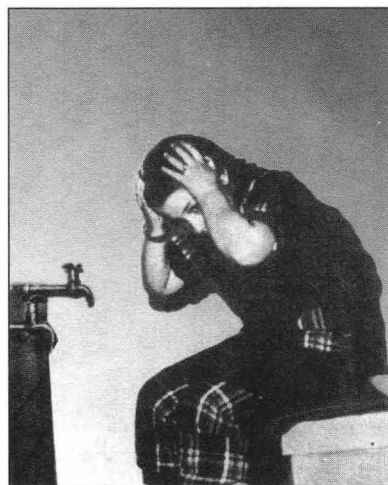
সুমাইয়া মাথা মাসেহ করছে

- মাথা মাসেহ শেষ করে দুই কানের ভেতর এবং বাইরে দিয়ে মুছে নাও শাহাদাত আংগুল এবং বুড়ো আংগুল দিয়ে।
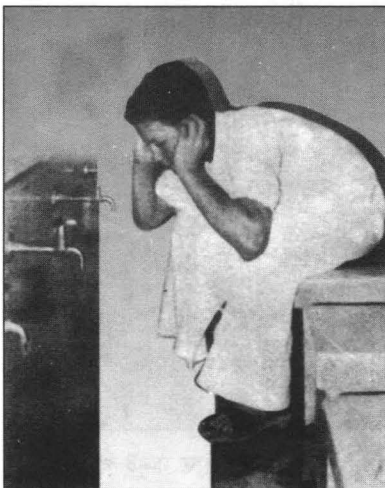
আনাস দুই হাত দিয়ে তার দুই কান মাসেহ করছে
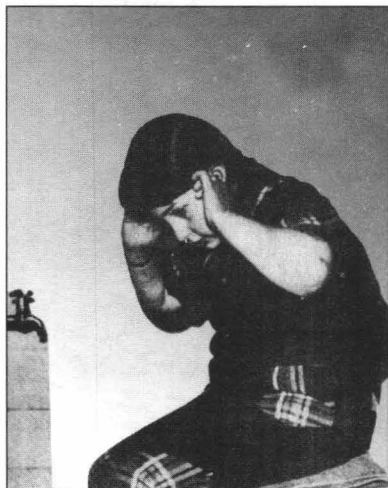
সুমাইয়া দুই হাত দিয়ে তার দুই কান মাসেহ করছে

- এবার টাখ্‌নুসহ ডান পা দুইয়ে নাও - তিনবার।
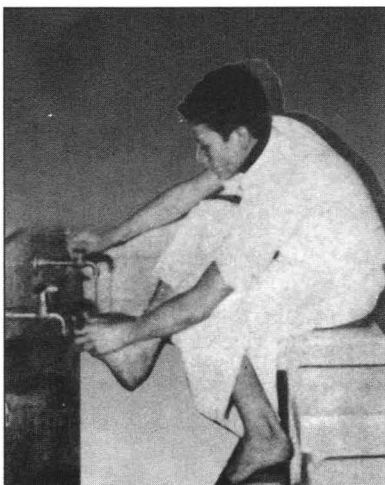
আনাস টাকনুসহ ডান পা ধৌত করছে

সুমাইয়া টাকনুসহ ডান পা ধৌত করছে

● অতপর একইভাবে বাম পা ধুইয়ে নাও - তিনবার।

আনাস টাকনুসহ বাম পা ধৌত করছে

সুমাইয়া টাকনুসহ বাম পা ধৌত করছে

এবার অযুর সব কাজ শেষ হলো।

● ধারাবাহিকতা ও ডান থেকে শুরু করা

অযুর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত হলো- ডান দিক থেকে শুরু করা। অর্থাৎ- ডান অংগ থেকে শুরু করো এবং বাম অংগে শেষ করো। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত হলো তরতিব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

● অযু নষ্ট হয় কেন?

নিম্নোক্ত কারণগুলো ঘটলে অযু নষ্ট হয়ে যায় এবং নতুন করে অযু করা জরুরি হয়ে পড়ে :

১. পেশাব কিংবা পায়খানার রাস্তা দিয়ে মল, মূত্র, বায়ু বা অনুরূপ কিছু নির্গত হলে।

২. গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে পড়লে।

৩. যে কোনো কারণে অজ্ঞান হয়ে পড়লে।

● তাইয়াম্মুম (অযুর বিকল্প ব্যবস্থা)

নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা তাইয়াম্মুম শরীয়ত সম্মত বলে প্রমাণিত:

وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ط

অর্থ : তোমরা যদি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ো, কিংবা সফরে থাকো, অথবা তোমাদের কেউ যদি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে এসে থাকে, কিংবা স্ত্রীর সান্নিধ্যে গিয়ে থাকে এবং এমতাবস্থায় (অযু বা গোসল করার জন্যে) পানি না পাও, তবে পাক মাটি দিয়ে তাইয়াম্মুম করো। পাক মাটিতে হাত মেরে মুখমণ্ডল এবং দুই হাত মাসেহ্ করে নাও।" (সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত-৪৩)

এ আয়াত থেকে একথাও পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, তাইয়াম্মুম কেবল তখনকার জন্যেই বিকল্প ব্যবস্থা- যখন পানি পাওয়া না যায়, কিংবা রোগের কারণে পানি ব্যবহার করা না যায়।

● তাইয়াম্মুম করবে কিভাবে?

তুমি যদি সফরে থাকো এবং অযু করার জন্যে পানি না পাও; কিংবা অসুস্থতার কারণে পানি ব্যবহার করে গোসল বা অযু করলে যদি তোমার ক্ষতি হবার আশংকা থাকে, সে অবস্থায় তাইয়াম্মুম করবে। তাইয়াম্মুম করার নিয়ম হলো :

পবিত্র পরিচ্ছন্ন মাটিতে দুই হাতের তালু একবার মেরে নিয়ে মুখমণ্ডল এবং আরেকবার মেরে এক হাতের তালু দিয়ে আরেক হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করে নাও। ব্যাস্, এবার সালাত আদায় করো।

পাঠ-৬

সালাতের সময় ও রাকাত সংখ্যা

১. ফজর সালাত

- রাকাত সংখ্যা : ২ রাকাত।
- সময় : ভোর রাতে পূবাকাশে অন্ধকার ছিন্ন করে যখন সাদা রেখা দেখা দেয়, তখন থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। কোনো কারণে ঘুম থেকে জেগে উঠতে যদি দেরি হয় এবং যদি জেগে দেখো সূর্য উঠে গেছে, তবে দেরি না করে সাথে সাথে সালাত আদায় করে নাও।

  কোনো কারণে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করতে না পারলে পরে পড়াকে 'কাযা' বলা হয়। কাযা মানে ফউত (বাদ) হয়ে যাওয়া সালাত পূর্ণ করা।

২. যুহর সালাত

- রাকাত সংখ্যা : ৪ রাকাত।
- সময় : দুপুরে সোজা মাথার উপরের সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার সাথে সাথে যুহরের সময় শুরু হয় এবং আসরের পূর্ব পর্যন্ত থাকে।

৩. আসর সালাত

- রাকাত সংখ্যা : ৪ রাকাত।
- সময় : যখন কোনো কিছুর ছায়া তার দ্বিগুণ ছাড়িয়ে যায়, তখন থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

৪. মাগরিব সালাত

- রাকাত সংখ্যা : ৩ রাকাত।
- সময় : সুর্যাস্তের পর থেকে পশ্চিম আকাশের লাল রেখা নি:শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত। সময় সংক্ষিপ্ত হবার কারণে মাগরিব সালাত সূর্যাস্তের পরপর আদায় করাই উত্তম।

৫. ইশা সালাত

- রাকাত সংখ্যা : ৪ রাকাত।
- সময় : পশ্চিম আকাশের লাল রেখা বিলীন হয়ে যাবার পর থেকে ভোরের আকাশে সাদা রেখা দেখা দেবার পূর্ব পর্যন্ত।

◆ ◆ ◆

পাঠ-৭

ফরযের আগে পরে সুন্নত সালাত

রসূলুল্লাহ্ সা. পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের আগে পরে দশ বা বার রাকাত নফল সালাত আদায় করতেন। তিনি এই সালাতগুলো প্রায় নিয়মিত আদায় করতেন। তাই এগুলো আদায় করা সুন্নত।

এই সালাতগুলো হলো :

- ফজরের আগে ২ রাকাত।
- যুহরের আগে ২ বা ৪ রাকাত।
- যুহরের পরে ২ রাকাত।
- মাগরিবের পরে ২ রাকাত।
- ইশার পরে ২ রাকাত।
- জুমার পরে ২ রাকাত বা ৪ রাকাত।

- ফরয সালাতের সাথে এই সুন্নত সালাতগুলো আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন এবং জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক।
- এই সালাতগুলো ফরয সালাতকে পূর্ণতা দান করে।
- রসূলুল্লাহ্ সা. এই সালাতগুলো আদায় করার জন্যে সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছেন।
- সুন্নত সালাত ঘরে পড়া উত্তম। তবে মসজিদেও পড়া যায়।

পাঠ-৮
সালাতের আরকান ও ওয়াজিবসমূহ

● সালাতের আরকান

সালাতের মধ্যে যে বিষয়গুলো ফরয বা অবশ্য করণীয়, সেগুলোই সালাতের আরকান। এগুলো সালাতের স্তম্ভ। এর কোনোটি সঠিকভাবে আদায় না হলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে এবং পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে। এই হলো সালাতের আরকান :

১. কিয়াম : কিয়াম মানে সালাতের জন্যে দাঁড়ানো। আল্লাহ্‌র নির্দেশ হলো :

حٰفِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ق وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ○

অর্থ : সালাত সমূহের হিফাযত করো, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের; আর আল্লাহ্‌র সামনে অনুগত দাসের মতো দাঁড়াও।' (সূরা আল বাকারা : আয়াত-২৩৮)

অসুস্থতা বা অন্য কোনো অসুবিধার কারণে দাঁড়াতে না পারলে সে অবস্থায় বসে বা শুয়ে সালাত আদায় করা যায়।

২. 'আল্লাহু আকবার' বলে সালাত আরম্ভ করা। এই তাকবীরকে বলা হয় 'তাকবীরে তাহরীমা'। রসূল সা. বলেছেন : 'সালাতের চাবি হলো পবিত্রতা। তাকবীর সালাতের বাইরের হালাল কাজগুলো সালাতের মধ্যে

হারাম করে দেয়। আর সেগুলোকে পুনরায় হালাল করে দেয় সালাম। (আবু দাউদ, তিরমিযি)

৩. সূরা ফাতিহা পাঠ করা। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : 'যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি, তার সালাত হয়নি।' (বুখারি, মুসলিম)

তবে ইমাম উচ্চস্বরে পাঠ করার সময় ইমামের পাঠ শুনলেই চলে।

৪. রুকূ করা।

৫. রুকূ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৬. সাজদা করা। প্রতি রাকাতে দুটি সাজদা করতে হবে। রুকূ সাজদার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা রুকূ করো এবং সাজদা করো।' (সূরা ২২ আল হজ্জ : আয়াত-৭৭)

৭. দুই সাজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।

৮. শেষ তাশাহ্হুদের বৈঠক। অর্থাৎ শেষ রাকাত শেষ করে বসা এবং তাতে তাশাহ্হুদ পাঠ করা।

৯. তারতীব। অর্থাৎ সালাতের আকরান আহকাম পালনে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

১০. প্রশান্তি। সালাতের প্রতিটি আরকান প্রশান্তির সাথে পালন করা।

১১. 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ' বলে সালাত শেষ করা।

● সালাতের ওয়াজিবসমূহ

১. তাকবীরে তাহ্‌রীমা ছাড়া উঠা-বসার বাকি তাকবীরসমূহ উচ্চারণ করা।

২. সূরা ফাতিহার সাথে (প্রথম দুই রাকাতে) কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করা।

৩. প্রথম তাশাহ্‌হুদের বৈঠক। অর্থাৎ তিন ও চার রাকাতের সালাতে দুই রাকাত পর বসা এবং তাতে তাশাহ্‌হুদ পাঠ করা।

৪. রুকূতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' পাঠ করা।

৫. রুকূ থেকে দাঁড়াবার সময় 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্' এবং 'রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ' বলা।

৬. সাজদায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' পাঠ করা।

ভূলবশত কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে সালামের পূর্বে 'ভুলের সাজদা' (সাহু সাজদা) দিতে হবে।

পাঠ-৯

সালাত আদায়ের ধারাবাহিক পদ্ধতি

● পদ্ধতির গুরুত্ব

আমাদের প্রিয় রসূল সা. বলেছেন :

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِى أُصَلِّى

অর্থ : তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছো, ঠিক সেভাবে সালাত আদায় করো।' (সহীহ্ বুখারি)

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সা. যেভাবে সালাত আদায় করেছেন এবং যেভাবে আদায় করতে বলে গেছেন, আমাদেরকে ঠিক সেভাবেই সালাত আদায় করতে হবে।

নিয়মের ধারাবহিকতাকে বলা হয় তরতীব। সালাত আদায়ে তরতীব রক্ষা করা ফরয।

এখানে সালাত আদায়ের ধারাবাহিক নিয়ম পেশ করা হলো। এখন থেকে আমরা জানতে পারবো সালাতের আরকান আহ্কাম কোন্টির পর কোন্টি?

● সালাতের ধারাবাহিক নিয়ম বা পদ্ধতি

সালাত আদায়ের ধারাবাহিক পদ্ধতি হলো :

১. সময় অনুযায়ী সালাত আদায় করা।

২. দৈহিক পাক পবিত্র হওয়া।

৩. অযু করা।

৪. পরিধানের কাপড় চোপড় পাক থাকা।

৫. সালাতের জায়গা পাক থাকা।

৬. সতর ঢাকা।

৭. নিয়্যত করা। (নিয়্যত মানে- এখন কোন্ ওয়াক্তের কোন্ সালাত আদায় করবো মনে মনে তা স্থির করা।)

৮. কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো।

৯. 'আল্লাহু আকবার' বলে সালাত শুরু করা। এটিকে 'তাকবীরে তাহরীমা' বলা হয়।

১০. 'আল্লাহু আকবার' বলার সময় রফে ইয়াদাইন করা। অর্থাৎ দুই হাত উপরের দিকে উঠানো।

১১. বুকে (বা নাভিতে) হাত বাঁধা।

১২. সানা পড়া।

১৩. 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম' পড়া।

১৪. 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' পড়া।

১৫. সূরা ফাতিহা পড়া।

১৬. সূরা ফাতিহা শেষ করে 'আমীন' বলা।

১৭. সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা বা কিরাত পড়া।

১৮. 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকূতে যাওয়া।

১৯. রুকূতে যাওয়ার সময় রফে ইয়াদাইন করা অর্থাৎ দুই হাত উপরের দিকে উঠানো।

২০. রুকূতে তাসবীহ্ পড়া (সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম)।

২১. 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলে রুকূ থেকে উঠা এবং রফে ইয়াদাইন করা।

২২. রুকূ থেকে উঠে 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়ানো।

২৩. 'আল্লাহু আকবার' বলে সাজদায় যাওয়া।

২৪. সাজদায় নাক, কপাল, দুই হাঁটু, দুই হাতের তালু ও দুই পায়ের পাতার অগ্রভাগ যমীনে স্থাপন করা।

২৫. সাজদায় তাসবীহ্ পড়া (সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা)।

২৬. 'আল্লাহু আকবার' বলে সাজদা থেকে উঠে কিছুক্ষণ বসা।

২৭. প্রথমটির মতো আরেকটি সাজদা করা।

২৮. দুই সাজদার মাঝখানে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করা ও ক্ষমা চাওয়া।

২৯. দ্বিতীয় সাজদা শেষ করে 'আল্লাহু আকবার' বলে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৩০. প্রথম রাকাতের মতোই সূরা ফাতিহা, কিরাত, রুকূ ও সাজদাসহ দ্বিতীয় রাকাত আদায় করা।

৩১. দ্বিতীয় রাকাতে দুই সাজদা শেষ করে উঠে বসা এবং বসে আত্তাহিয়্যাতু... পড়া।

৩২. চার রাকাত বা তিন রাকাতের নামায হলে 'আত্তাহিয়্যা' শেষ করে 'আল্লাহু আকবার' বলে দাঁড়ানো।

৩৩. বাকি রাকাতগুলো প্রথম দুই রাকাতের মতো আদায় করা। তবে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা বা কিরাত পড়ার প্রয়োজন নেই।

৩৪. শেষ রাকাতের সাজদা শেষ করে বসা।

৩৫. শেষ বৈঠকে 'আত্তাহিয়্যা' এবং নবীর প্রতি সালাত বা দরূদ পাঠ করা।

৩৬. সালাম ফেরানোর পূর্বে দোয়া করা।

৩৭. 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্ মাতুল্লাহ' বলে ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করা।

৩৮. ছেলে এবং মেয়েদের সালাত আদায়ের পদ্ধতি একই।

পাঠ-১০

সালাতে যা যা পাঠ করতে হয়

সালাতের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার তসবীহ্ এবং দোয়া ও যিকর রয়েছে। সেগুলো মুখস্থ করা এবং যথাস্থানে পাঠ করা জরুরি। এখানে সেগুলো জানিয়ে দেয়া হলো :

● **তকবীর :** সালাতের শুরু এবং উঠানামার সময় বলতে হয় :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থ : আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।'

● **সানা :** তাকবীরে তাহ্রীমার পরে পাঠ করতে হয় :

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ.

অর্থ : হে আল্লাহ্! সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে তুমি মুক্ত। আমি তোমারই প্রশংসা করি। মহান তোমার নাম। সবার উপরে তোমার শান। আর তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই।'

● **রুকুর তসবীহ :** سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ

অর্থ : আমার মহান প্রভু সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র।'

● **রুকূ থেকে দাঁড়াবার তসবীহ:** سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

অর্থ : আল্লাহ্ শুনেছেন তাঁর বান্দা কার প্রশংসা করেছে?'

এবং رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

অর্থ : হে প্রভু! সমস্ত প্রশংসা তোমার।'

● **সাজদার তসবীহ :** سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

অর্থ : আমার মহান প্রভু সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র।

● **দুই সাজদার মধ্যবর্তী দু'আ**

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ.

অর্থ : আয় আল্লাহ্! আমাকে মাফ করে দাও, আমার প্রতি দয়া করো, আমাকে সঠিক পথে চালাও, আমাকে সুস্থ রাখো এবং আমাকে জীবিকা দান করো।"

● **তাশাহ্হুদ**

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ○ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ○

অর্থ : সমস্ত সম্মানজনক সম্বোধন আল্লাহ্র জন্যে। সমস্ত শান্তি কল্যাণ ও পবিত্রতার মালিক আল্লাহ্। হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি, আল্লাহ্র রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের প্রতি এবং আল্লাহ্র সকল নেক বান্দার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি- আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি- মুহাম্মদ আল্লাহ্র দাস এবং রসূল।"

● সালাত বা দরূদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ○

অর্থ : হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদের প্রতি এবং মুহাম্মদের পরিবারস্থ তাঁর অনুসারীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো, যেমন করে তুমি ইবরাহিম ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও মহাসম্মানিত। হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবারস্থ অনুসারীদের প্রতি কল্যাণ নাযিল করো, যেমন করে ইবরাহিম ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি কল্যাণ নাযিল করেছিলে।'

● দু'আ কনূত

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَاقَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ فَاِنَّهٗ لَايَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَايَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ্, তুমি যাদের সঠিক পথ দেখিয়েছো, আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো!

যাদেরকে তুমি ক্ষমা ও সুস্থতা দান করেছো, আমাকেও ক্ষমা এবং সুস্থতা দান করে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছো, আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করো! তুমি আমাকে যা কিছু প্রদান করেছো, তাতে বরকত (প্রাচুর্য) দান করো। তোমার মন্দ ফায়সালা থেকে আমাকে রক্ষা করো। তুমিই তো প্রকৃত ফায়সালাকারী, আর তোমার উপর কারো ফায়সালাই চলেনা। তুমি যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো, তাকে কেউ অপদস্থ করতে পারেনা। যে তোমার শত্রু হয়েছে, তাকে ইয্যত দান করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের প্রভু, বিরাট প্রাচুর্যশীল তুমি, অতিশয় মহান তুমি!"

● তাশাহ্হুদ ও দরূদের পরের দোয়া

اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا

অর্থ : আয় আল্লাহ্! (কিয়ামতের দিন) আমার হিসাব নিও সহজ করে।'

● সালাম : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

অর্থ : আপনাদের প্রতি শান্তি এবং আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক।'

● সালামের পরে করণীয়

সালামের পর রসূল সা. প্রথমে একবার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করে তিনবার আস্তাগফিরুল্লাহ (অর্থ : আমি আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাই) পাঠ করতেন।

তারপর বলতেন :

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

অর্থ : হে আল্লাহ্! তুমিই শান্তির উৎস। তোমার থেকেই শান্তি আসে। হে অতি মহান! মহা মর্যাদার অধিকারী অতিশয় কল্যাণময় তুমি।'

অতপর তিনি নিম্নরূপ যিক্র করতে পরামর্শ দিয়েছেন :

৩৩ বার سُبْحٰنَ اللّٰهِ সুবহানাল্লাহ।

৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আল হামদুলিল্লাহ্।

৩৪ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ আল্লাহু আকবার।

তাছাড়া সালামের পর তিনি ১০ বার পড়তেন :

لَااِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرَ.

অর্থ : 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। সমগ্র সাম্রাজ্য তাঁর। সমস্ত প্রশংসা তাঁর এবং তিনি সর্ব শক্তিমান।'

◆ ◆ ◆

পাঠ-১১

সালাত আদায়ের সচিত্র পদ্ধতি

সালাতের প্রস্তুতি মূলক শর্তসমূহ পূর্ণ করার পর এবার তুমি কিবলামুখী হও এবং আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগী হও। তারপর এভাবে সালাত আদায় করো :

● তাকবীরে তাহরীমা

'আল্লাহু আকবার' বলে সালাত আরম্ভ করো। আল্লাহু আকবার বলার সময় দুই হাত কান বা ঘাড় পর্যন্ত উঠাও। এই তাকবীরকে 'তাকবীরে তাহরীমা' বলা হয়। দুই হাত কান বা ঘাড় পর্যন্ত উঠানোকে 'রফে ইয়াদাইন' বলা হয়।
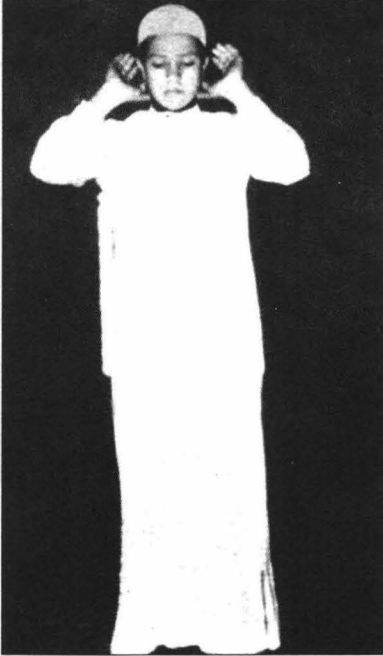
আনাস রফে ইয়াদাইন করে তাকবীরে তাহ্‌রীমা' বলছে
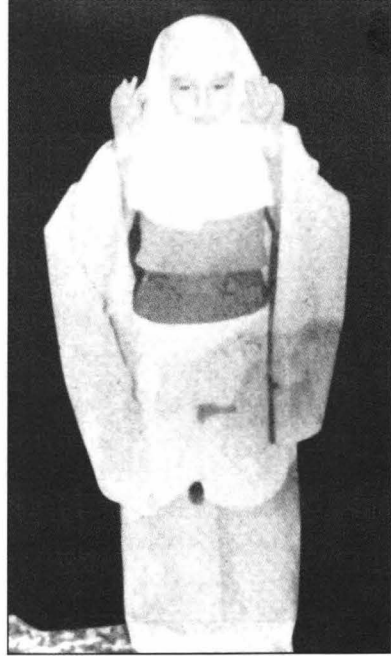
সুমাইয়া রফে ইয়াদাইন করে 'তাকবীরে তাহ্‌রীমা' বলছে

● সানা পাঠ

তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে সালাত শুরু করার পর দুই হাত বুকে অথবা নাভিতে রাখো। বাম হাতের উপর ডান হাত রাখবে। এরপর সানা পাঠ করো।

● সূরা ফাতিহা এবং কুরআনের আরো কিছু অংশ পাঠ

সানা পাঠ শেষে 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' এবং 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' পড়ো এবং তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ করো।

সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে বলো : আমীন (হে আল্লাহ্ কবুল করো)। সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর তোমার স্মৃতি (মুখস্থ) থেকে কুরআনের কিছু অংশ (সূরা বা আয়াত) পাঠ করো।

আনাস সালাতে সূরা ফাতিহাসহ কুরআন পাঠ করছে

সুমাইয়া সালাতে সূরা ফাতিহাসহ কুরআন পাঠ করছে

চার ও তিন রাকাতের সালাতে কেবল পয়লা দুই রাকাতেই সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা বা আয়াত মিলিয়ে পড়বে।

● রুকু

সূরা ফাতিহা এবং কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করার পর 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকূ করো। এ সময় রফে ইয়াদাইন করো। রুকূতে দুই হাত দিয়ে দুই হাঁটু জড়িয়ে ধরো এবং তিনবার বলো : 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম।'

আনাস রুকূ করছে
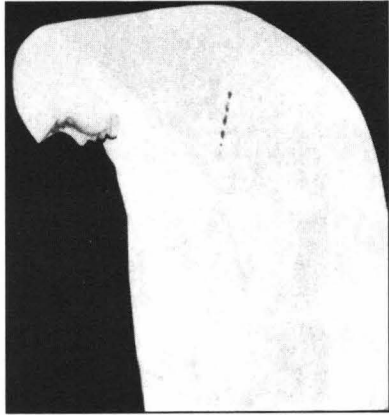
সুমাইয়া রুকূ করছে

● রুকূ থেকে দাঁড়ানো

এবার রুকূ থেকে দাঁড়াও। দাঁড়াবার কালে বলো : 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্।' এ সময় রফে ইয়াদাইন করো। সোজা হয়ে দাঁড়াবার পর বলো : 'রাব্বানা লাকাল হামদ্।'

আনাস রুকূ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে
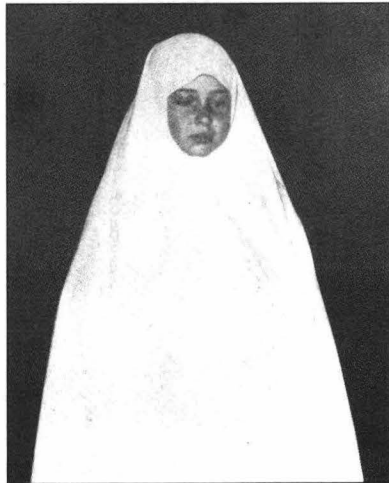
সুমাইয়া রুকূ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে

● সাজদা

এবার 'আল্লাহু আকবার' বলে সাজদা করো। সাজদারত অবস্থায় তিনবার বলো : 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা।'
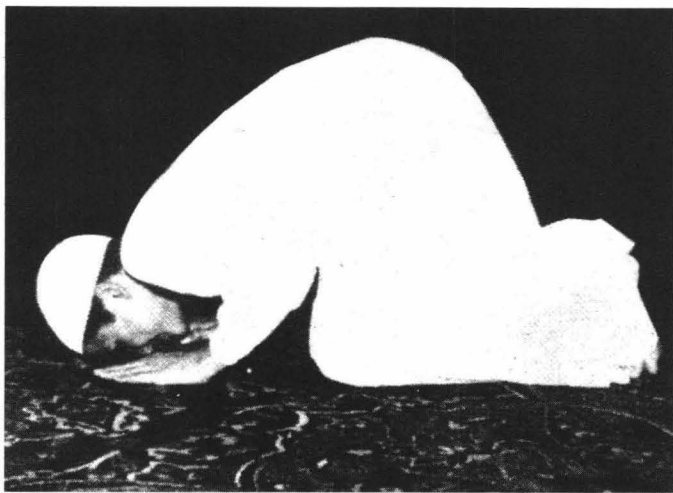
আনাস প্রথম সাজদা করছে
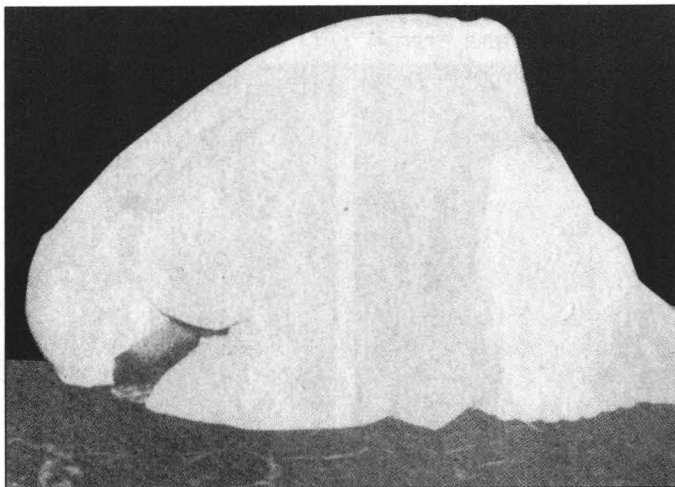
সুমাইয়া প্রথম সাজদা করছে

● দুই সাজদার মধ্যবর্তী বৈঠক ও দু'আ

এবার 'আল্লাহু আকবার' বলে মাথা উঠিয়ে বসো। বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসো, ডান পায়ের পাতা খাড়া করে রাখো এবং বলো :

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ.

উচ্চারণ : রাব্বিগ ফিরলি ওয়ারহামনি ওয়াহ্দানি ওয়াফিনি ওয়ারযুকনি।

অর্থ : প্রভু! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি রহম করো, আমাকে সঠিক পথে চালাও, আমার প্রতি কোমল হও এবং আমাকে জীবিকা দান করো।'
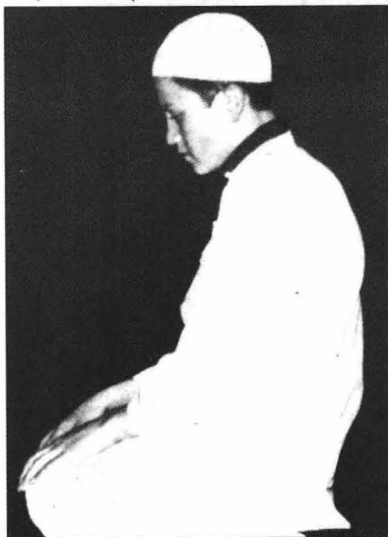
আনাস প্রথম সাজদা থেকে সোজা হয়ে বসে দু'আ পাঠ করছে
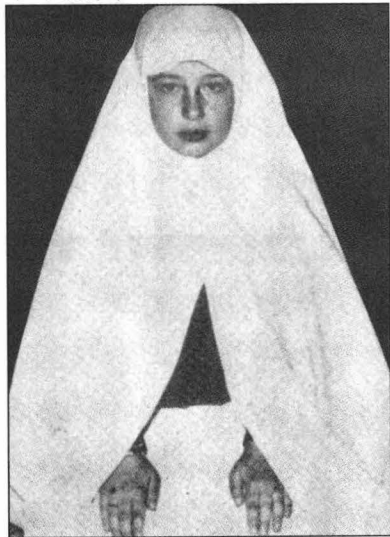
সুমাইয়া প্রথম সাজদা থেকে সোজা হয়ে বসে দু'আ পাঠ করছে

● দ্বিতীয় সাজদা

এবার 'আল্লাহু আকবার' বলে পূর্বের মতো আরেকটি সাজদা করো। সাজদায় তিনবার বলো : 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা।'

প্রথম সাজদার মতোই দ্বিতীয় সাজদা করো :

আনাস দ্বিতীয় সাজদা করছে
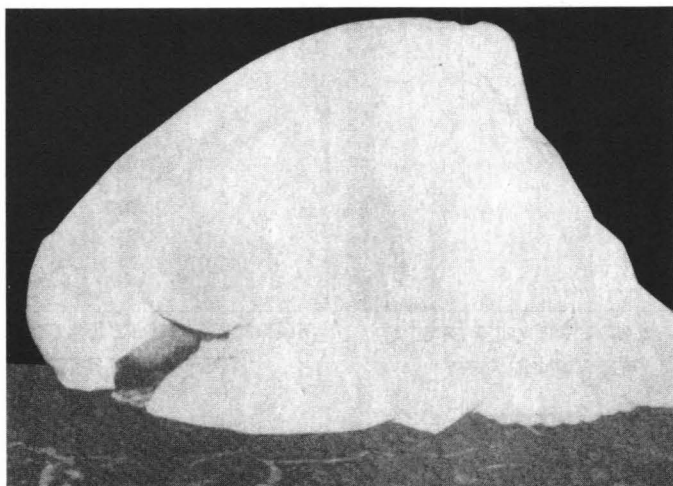
সুমাইয়া দ্বিতীয় সাজদা করছে

● দ্বিতীয় রাকাত

দ্বিতীয় সাজদা শেষ করে 'আল্লাহু আকবার' বলে সোজা হয়ে দাঁড়াও। ব্যাস্, তোমার সালাত প্রথম রাকাত শেষ হলো এবং শুরু হলো দ্বিতীয় রাকাত।

এবার প্রথম রাকাতের মতোই সূরা ফাতিহা পাঠ করো এবং কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করো।

আনাস দ্বিতীয় রাকাতের জন্যে দাঁড়িয়েছে

সুমাইয়া দ্বিতীয় রাকাতের জন্যে দাঁড়িয়েছে

এরপর হুবহু প্রথম রাকাতের মতোই রুকূ করো এবং দুটি সাজদা করো।

● তাশাহ্হুদের বৈঠক

দ্বিতীয় রাকাতের সাজদা শেষ করে ঠিক সেভাবে বসো, যেভাবে বসতে হয় দুই সাজদার মাঝখানে।

স্থির হয়ে বসার পর তাশাহ্হুদ পাঠ করো।

আনাস তাশাহ্হুদ পাঠের জন্যে বসেছে

সুমাইয়া তাশাহ্হুদ পাঠের জন্যে বসেছে

● তাশাহ্হুদের দুই বৈঠক

সালাত যদি তিন বা চার রাকাতের হয়, তবে তাশাহ্হুদ পাঠ শেষ করে 'আল্লাহু আকবার' বলে দাঁড়াবে। এই বাকি রাকাত গুলোতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা বা কিরাত পড়ার প্রয়োজন নেই। অতপর সব রাকাত শেষ করে দ্বিতীয়বার বসে তাশাহ্হুদ পাঠ করো।

● তর্জনি দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান

তাশাহ্হুদ পাঠের সময় ডান হাতের 'শাহাদাত আংগুল' (তর্জনি) ছাড়া বাকি আংগুল গুলো মুষ্টিবদ্ধ করে রাখো। তর্জনি হালকাভাবে উপর নিচ নাড়তে থাকো।

● নবীর প্রতি সালাত (দরূদ) পাঠ

যদি দুই রাকাতের সালাত হয় যেমন- ফজর সালাত, তবে

প্রথম বৈঠকেই তাশাহ্হুদের পর নবী করিম সা.-এর প্রতি সালাত (দরূদ) পাঠ করো।

কিন্তু সালাত যদি তিন রাকাতের হয় যেমন মাগরিব, কিংবা যদি চার রাকাতের হয়, যেমন- যুহর, আসর, ইশা, তবে দরূদ পাঠ করতে হবে দ্বিতীয় বৈঠকে।

● দরূদ পাঠের পর দু'আ করো

দরূদ পাঠের পর আল্লাহ্‌র কাছে চাও, দু'আ করো, তিনি দান করবেন। হাদিসে অনেক দু'আ আছে।

● রসূলুল্লাহ সা. আয়েশা রা.-কে নামাযে এই দু'আ করতে শিখিয়েছেন :

اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার হিসাব নিও সহজ করে। (মুসনাদে আহমদ, হাকিম)

● রসূলুল্লাহ সা. নিম্নোক্ত দুয়াটিও করতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَاوَالْمَمَاتِ- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ - (بخارى، مسلم)

অর্থ : আয় আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কবর আযাব থেকে পানাহ্ চাই, মসীহে দাজ্জালের ফিতনা থেকে পানাহ্ চাই এবং জীবন কালের ও মৃত্যুর পরের ফিতনা থেকে পানাহ্ চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই পাপ কাজ এবং ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে।' (সহীহ বুখারি ও মুসলিম)

● সালাম

তাশাহ্হুদ, দরূদ এবং দু'আ পাঠ শেষে ডান দিকে মাথা ফিরিয়ে বলো : 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।'
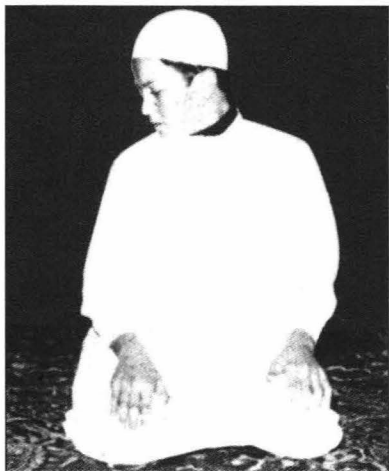
আনাস ডান দিকে সালাম বলছে

সুমাইয়া ডান দিকে সালাম বলছে

তারপর বাম দিকে ফিরে বলো : 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।'
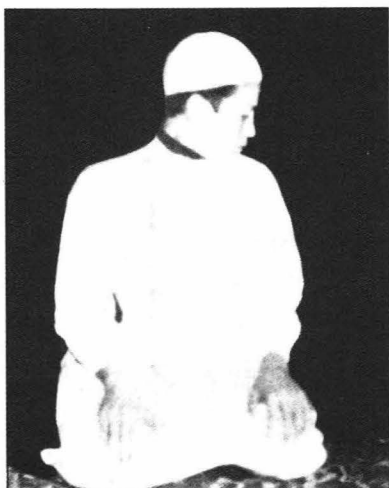
আনাস বাম দিকে সালাম বলছে
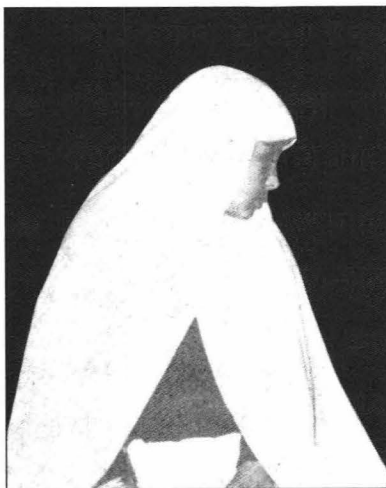
সুমাইয়া বাম দিকে সালাম বলছে

ব্যস্, এবার শেষ হলো তোমার সালাত।

পাঠ-১২

জামাত কায়েম করো

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজিদে বলেছেন :

اَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ অর্থ : সালাত কায়েম করো।'

তিনি আরো বলেছেন : وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

অর্থ : রুকূকারীদের সাথে রুকূ করো।'

কুরআন মজিদের এসব নির্দেশ অনুযায়ী ফরয সালাত জামাতের সাথে আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। রসূলুল্লাহ সা. ফরয সালাত সব সময় জামাতের সাথে আদায় করেছেন।

- একাকী আদায় করার চাইতে জামাতে সালাত আদায় করার মর্যাদা সাতাশ গুণ বেশি।
- অধিক লোক পাওয়া না গেলে দুজনে একত্রে আদায় করলেও জামাতের মর্যাদা পাওয়া যায়।
- জামাতে সালাত আদায় করার জন্য একজনকে ইমাম (নেতা) বানাতে হয়। বাকিরা তাকে অনুসরণ করবে।
- ইমাম কে হবেন? হ্যাঁ, ইমাম হবেন তিনি-

ক. যিনি আল্লাহ্র কিতাব আল কুরআন সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখেন।

খ. কুরআনের জ্ঞানে সমকক্ষ একাধিক লোক বর্তমান থাকলে, তাদের মধ্যে যিনি রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহ

সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান রাখেন, তাকেই ইমাম বানাতে হবে।

গ. এক্ষেত্রেও একাধিক সমকক্ষ ব্যক্তি বর্তমান থাকলে, তাঁদের মধ্যে যাঁর বয়স বেশি, তাঁকেই ইমাম বানাতে হবে।

- ইমাম পয়লা কাতারের মাঝামাঝি সামনে দাঁড়াবেন।
- ইমাম তাঁর স্থানে দাঁড়াবার পর মুয়ায্যিন ইকামত দেবেন।
- ইকামতের পর ইমাম মুসল্লিদের দিকে ফিরে কাতার (সারি) সোজা করার নির্দেশ দেবেন।
- তারপর ইমাম তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলে সালাত আরম্ভ করবেন। এই পয়লা তাকবীরকে বলা হয় 'তাকবীরে তাহরীমা'।
- তাকবীরে তাহরীমা মানে- সেই তাকবীর যার মাধ্যমে সালাত ছাড়া অন্য সকল কাজ হারাম হয়ে যায়।
- ইমাম তাকবীর বলার পর পরই মুক্তাদিরা তাকবীর বলে সালাতে প্রবেশ করবে।
- অতপর সবাই ইমামের সাথে সাথে কিয়াম (দাঁড়ানো), রুকূ, সাজদা, কুউদ (বসা ও সালাম) করবেন। কোনো ক্ষেত্রেই কোনো মুক্তাদি ইমামকে অতিক্রম করবেন না। অর্থাৎ ইমামের আগে যাবেন না।
- যিনি সালাতের নেতৃত্ব দেন তাকে বলা হয় ইমাম। ইমাম মানে নেতা (leader)। ইমামকে অনুসরণ করা ওয়াজিব।
- যারা ইমামের সাথে সালাত আদায় করেন, তাদের বলা হয় মুক্তাদি। মুক্তাদি মানে- অনুসারী (follower)।

- মেয়েরা সালাতের জামাতে হাযির হতে পারবে। তবে তাদের জন্যে নিজ ঘরে সালাত আদায় করাই উত্তম।
- মসজিদে যাবার সময় মহিলারা সুগন্ধি ব্যবহার করবেনা।
- মহিলাদের জামাতে আসার দুটি হাদিস :

  ১. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. বলেন, নবী সা. বলেছেন : তোমাদের মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে বাধা দিওনা। তবে তাদের জন্যে তাদের ঘরই উত্তম।' (সূত্র : আবু দাউদ)

  ২. আবু হুরাইরা রা. বলেন, নবী সা. বলেছেন : তোমরা আল্লাহ্র দাসীদেরকে আল্লাহ্র মসজিদসমূহে আসতে মানা করোনা। তবে তারা যেনো সুগন্ধি ব্যবহার না করে বের হয়। (সূত্র : আবু দাউদ)

- জামাত কায়েম করতে হয় মসজিদে।
- যেখানে মসজিদ নেই, সেখানে ঘরে, অফিসে, মাঠে, রাস্তা-ঘাটে, যানবাহনে অর্থাৎ- যে কোনো স্থানেই জামাত কায়েম করা যায়।
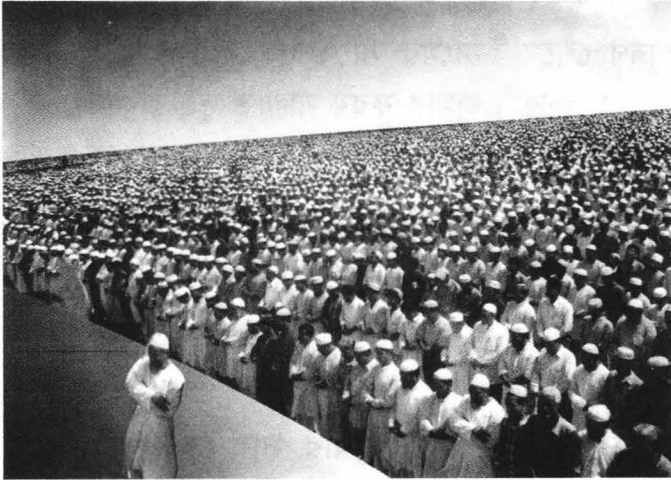
ইমাম সাহেব সালাতের নেতৃত্ব দিচ্ছেন

পাঠ-১৩

অন্যান্য সালাত

জুমার সালাত

- আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের উপর প্রতি শুক্রবার যুহরের পরিবর্তে জুমার সালাত ফরয করেছেন।
- জুমার সালাত আদায় করতে হয় মসজিদে, যেখানে সাধারণ মুসলমানদের উপস্থিত হতে কোনো বাধা নেই।
- জুমার উদ্দেশ্যে মসজিদে এসে দু'রাকাত সুন্নত সালাত আদায় করে ইমামের ভাষণ শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়।
- ইমাম যখন ভাষণ (খুতবা) শুরু করেন, তখন নিরবে মনোযোগের সাথে তাঁর ভাষণ শুনো। তিনি ভাষণে যেসব উপদেশ, নসীহত এবং আদেশ-নিষেধ প্রদান করেন, সেগুলো আমল করতে হয়।
- ভাষণ শেষে ইমামের সাথে দুই রাকাত জুমার সালাত আদায় করো। জুমার ফরয সালাত দুই রাকাত। ফরযের পর দুই বা চার রাকাত সুন্নত সালাত আদায় করা উত্তম।
- অন্যান্য ফরয সালাতের মতো জুমার সালাতেও মহিলারা উপস্থিত হতে পারে। বরং তাদের উপস্থিত হওয়া উচিত।
- জুমার সালাত আদায় করলে যুহর সালাত আদায় করতে হয় না।
- কোনো কারণে কেউ জুমার সালাতে শরিক হতে না পারলে, তাকে যুহর সালাত আদায় করতে হবে।

● জুমার সালাত সর্ব সাধারণের জন্যে উন্মুক্ত মসজিদ এবং জামাত ছাড়া আদায় হয়না।

বিতর সালাত

● বিতর মানে- বিজোড়। বিতর সালাত তিন রাকাত।

● বিতর সালাত তাহাজ্জদের পরে অথবা ইশার পরে আদায় করতে হয়।

● রসূলুল্লাহ্ সা. এই সালাত নিয়মিত আদায় করতেন। তিনি তাঁর সাথিদেরকেও এই সালাত আদায় করার জন্যে তাকিদ করতেন।

● দুয়েকটি হাদিস থেকে জানা যায়, রসূল সা. বিতর সালাতে দু'আ কুনূত পাঠ করতে বলেছেন।

● তৃতীয় রাকাতে রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে, কিংবা রুকূতে যাবার আগে দু'আ কুনূত পাঠ করবে।

তাহাজ্জদ সালাত

● তাহাজ্জদ মানে রাত জাগা। ঘুম থেকে উঠে রাত জেগে যে সালাত আদায় করতে হয়, তাকে 'তাহাজ্জদ সালাত' বলে।

● তাহাজ্জদের সময় হলো মধ্যরাত থেকে ফজরের আযানের পূর্ব পর্যন্ত।

● প্রিয় নবী সা. নিয়মিত তাহাজ্জদ সালাত আদায় করতেন।

● তাহাজ্জদ সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করা যায় এবং আল্লাহ্র নৈকট্য হাসিল করা যায়।

● তাহাজ্জদ সালাত আদায়কারীকে আল্লাহ্ তা'আলা অনেক অনেক ভালোবাসেন।

ঈদের সালাত

প্রিয় নবী সা. দুই ঈদের সকালে মাঠে গিয়ে সর্ব সাধারণ মুসলমানদের সাথে নিয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করার সুন্নত চালু করেছেন। এই সালাতকে বলা হয় 'ঈদের সালাত'। ঈদের সালাত বছরে দুইবার দুই ঈদের দিনে। অর্থাৎ ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিনে।

- ঈদের সালাতে আযান ও ইকামত নেই।
- ঈদের সালাতে মহিলারাও শরিক হতে পারে।
- প্রিয় নবী সা. ঈদের সালাতের পরে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক ভাষণ দিতেন।
- ঈদের সালাত দুই রাকাত এবং তা সুন্নত বা ওয়াজিব।

সাধারণ নফল সালাত

- উপরে বর্ণিত নিয়ম করা সালাত ছাড়াও সুযোগ পেলেই নফল সালাত পড়া ভালো। নফল মানে - অতিরিক্ত। নফল সালাত মানে বাধ্য বাধকতা নেই - এমন অতিরিক্ত সালাত।
- নফল সালাতে অনেক নেকী ও সওয়াব রয়েছে।
- নফল সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করা যায়।
- সালাত আল্লাহ্‌র প্রিয় ইবাদত।

পাঠ-১৪

কয়েকটি জানার বিষয়

সফরকালের সালাত

- তুমি যদি সফরে বের হও, তবে ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত চার রাকাতের সালাত দুই রাকাত আদায় করবে। রাকাত কর্তন করা এই সালাতকে বলা হয় 'কসর সালাত'। কস্‌র মানে- কর্তন করা বা সংক্ষিপ্ত (short) করা।
- সফরকালে যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করা যায়।
- সফরের সময় সুবিধা মতো তুমি যুহরের সাথে আসর অথবা আসরের সাথে যুহর আদায় করতে পারো।
- একইভাবে মাগরিবের সাথে ইশা কিংবা ইশার সাথে মাগরিব আদায় করতে পারো। এটাই সুন্নত।
- সফরকালে সুন্নত পড়া জুরুরি নয়।

রোগীর সালাত

তুমি যদি কখনো অসুস্থ হয়ে পড়ো, তবে সেক্ষেত্রে সালাত আদায়ের পদ্ধতি সহজ করা হয়েছে। তা হলো :

- অযু করতে না পারলে তাইয়াম্মুম করবে।
- দাঁড়াতে না পারলে নিজের বিছানায় বসে বসে সালাত

আদায় করবে।

- বসতে না পারলে শুয়ে শুয়েই পড়বে।
- রুকূ সাজদা করতে না পারলে ইশারা করে রুকূ সাজদা করবে। তবে রুকূর চাইতে সাজদায় মাথা একটু বেশি ঝুঁকাবে বা নিচু করবে।

যেসব কারণে সালাত নষ্ট হয়ে যায়

- সালাতের মধ্যে ইচ্ছাকৃত কথা বললে, তা সামান্য হলেও।
- ইচ্ছাকৃতভাবে পুরো শরীর কিবলার দিক থেকে অন্য দিকে ফিরালে।
- পায়খানার পথ দিয়ে বায়ু বের হলে। তাছাড়া যেসব কারণে অযু ও গোসল ফরয হয়, তার কোনোটি ঘটলে।
- বিনা কারণে অধিক নড়াচড়া করলে। কাজ করলে।
- হাসাহাসি করলে।
- নির্ধারিত নিয়মের বাইরে ইচ্ছাকৃত কোনো কাজ অতিরিক্ত করলে। যেমন- রুকূ, সাজদা, রাকাত ও বসার সংখ্যা বাড়িয়ে করলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে।
- ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ব্যাপারে ইমামকে অতিক্রম করলে, যেমন- কিয়াম, রুকূ, সাজদা, উঠা, বসা, তাকবীর তাসলীম ইত্যাদি ইমামের আগে করলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

- এসব ক্ষেত্রে পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে।

সাহু সাজদা (ভুলের সাজদা)

- যেসব কারণে সালাত বাতিল হয়ে যায়, সেগুলো ছাড়া বাকি বড় ধরণের ত্রুটিগুলোর জন্যে সাহু সাজদা করলেই সালাত সহীহ হয়ে যায়।
- কেউ যদি ভুলবশত রুকূ, সাজদা, কিয়াম, কিংবা বৈঠক নির্ধারিত সংখ্যার চাইতে বেশি করে ফেলে, তবে, তাকে সালামের পূর্বে ভুলের সাজদা করতে হবে।
- প্রথম তাশাহ্হুদ ভুলে ছুটে গেলে এবং সালাতের কোনো ওয়াজিব বা সুন্নত ছুটে গেলে সাহু সাজদা করতে হবে।
- সাহু সাজদার নিয়ম হলো : তাশাহ্হুদের পর ডান দিকে একটি সালাম ফিরিয়ে সালাতের অন্যান্য সাজদার মতো দুটি সাজদা করতে হবে। তারপর আবার তাশাহ্হুদ ও দরূদ শেষে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করতে হবে।
- সালাত কতো রাকাত পড়লাম বা কোনো কিছু বাদ পড়লো কিনা - এরকম সন্দেহ সৃষ্টি হলে সালাম ফেরানোর পূর্বে দুটি সাজদা করে নেবে।

পাঠ-১৫

সালাতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিষয়

সালাত আদায়ের সময় নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান ও সচেতন থাকবে :

- সালাত আদায়ের সময় আল্লাহ্‌র হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে সালাত আদায় করছো- এই নিয়্যত বা সংকল্প করো।
- সালাত আদায়কালে এদিক সেদিক তাকাবেনা এবং বিনা প্রয়োজনে নড়াচড়া করবেনা।
- সালাত আদায়কালে হাসাহাসি করবেনা।
- সালাতের আরকানগুলো যথাযথভাবে পালন করো।
- সময়মতো সালাত আদায় করো।
- জামাতের সাথে ফরয সালাত আদায় করো।
- সালাত আদায়ের সময় তোমার স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে দাঁড়িয়েছো- এই অনুভূতি জাগ্রত রাখো।
- সালাত আদায়কালে তাড়াহুড়া করোনা।
- অত্যন্ত ধীরস্থির ও শান্তভাবে সালাত আদায় করো।
- সালাতের মধ্যে সব সময় আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখো। মন অন্যদিকে চলে গেলে আবার আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়ে আনো।

- সালাতে যা কিছু উচ্চারণ ও পাঠ করো, সেগুলো বুঝে বুঝে উচ্চারণ ও পাঠ করো।
- রুকূর সময় মনে করবে- আমি আমার স্রষ্টা ও প্রভু মহান আল্লাহ্‌র সামনে মাথা নতো করেছি।
- সাজদার সময় মনে করবে- আমি গোটা দেহ ও মন সহকারে মহান আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।
- পরিবারের অন্যান্যদের সালাত আদায় করতে উদ্বুদ্ধ করো।
- বন্ধু ও সহপাঠীদের সালাত আদায় করতে উদ্বুদ্ধ করো।
- অন্যদেরকে সালাতের সঠিক নিয়ম শিখাও।
- ফরযের আগে পরের সুন্নত সালাতগুলোও আদায় করো।
- সুযোগ পেলেই এবং বিশেষ করে রাতে নফল সালাত আদায় করো।
- সুন্দরভাবে সালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করো।
- সালাত জান্নাতের চাবি। সুন্দরভাবে সালাত আদায়ের মাধ্যমে জান্নাতের চাবি সংগ্রহ করো।

পাঠ-১৬

ব্যক্তি জীবন ও সামাজিক জীবনে সালাতের শিক্ষা

সালাত শ্রেষ্ঠ ইবাদত। সেই সাথে সালাত মুসলমানদের একটি নিয়মিত প্রশিক্ষণও বটে। মুসলিম হিসেবে সর্বোত্তমভাবে জীবন যাপন করার শিক্ষাও সালাত থেকে পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল সা. সালাত আদায়ের জন্যে বেশ কিছু শর্ত ও নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এসব শর্ত ও নিয়ম-পদ্ধতির মধ্যেই রয়েছে আদর্শ জীবন যাপনের শিক্ষা।

এসো, আমরা জেনে নিই সালাতের কিছু বড় বড় শিক্ষা :

১. ওয়াক্ত বা সময় : প্রতি ওয়াক্ত সালাতেরই সময় নির্দিষ্ট করা আছে। ঐ সময়ের মধ্যেই সালাত আদায় করতে হয়। বরং ওয়াক্তের শুরুতে আদায় করাই উত্তম।

শিক্ষা : পড়া লেখা, খাওয়া দাওয়া, খেলা ধুলাসহ সকল কাজের জন্যেই সময় নির্দিষ্ট করে নেয়া উচিত। আর সময়ের কাজ সময়ের মধ্যেই করা উচিত। সময়ের শুরুতেই কাজ আরম্ভ করা উচিত।

২. আযান : সালাতের সময় হবার সাথে সাথে আযান দেয়া হয়। আযানের মাধ্যমে মানুষকে সালাত আদায় বা আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করতে আসার আহ্বান জানানো হয়। ডাকা হয় জামাতে শরিক হবার জন্যে এবং সফলতা লাভ করার জন্যে।

শিক্ষা : সব সময় মানুষকে আল্লাহ্‌র হুকুম মতো জীবন যাপন করতে আহ্বান জানানো উচিত। ভালো কাজ করতে আহ্বান জানানো উচিত। দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা অর্জনে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে আহ্বান জানানো উচিত।

৩. অযু ও গোসল : সালাত শুরু করার আগে মুসল্লিকে অযু করে, প্রয়োজনে গোসল করে পবিত্র পরিচ্ছন্ন হতে হয়।

শিক্ষা : প্রত্যেক মুসলিমকে সব সময় পবিত্র পরিচ্ছন্ন থাকার চেষ্টা করা উচিত। মহান আল্লাহ্ পবিত্র পরিচ্ছন্ন থাকা লোকদের পছন্দ করেন। পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।

৪. পরিচ্ছন্ন পোশাক : মুসল্লি (নামাযী) যে পোশাক পরে সালাত আদায় করবে, তা পবিত্র পরিচ্ছন্ন থাকা আবশ্যক।

শিক্ষা : মুসলিম হিসেবে তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ সব সময় পবিত্র পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত। আবিলতা মুক্ত থাকা উচিত।

৫. সালাতের জায়গা পরিচ্ছন্ন হওয়া : সালাত আদায়ের জায়গা মসজিদ হোক কিংবা অন্য কোনো স্থান, তা অবশ্যি পবিত্র পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়।

শিক্ষা : নিজেদের ঘর বাড়ি, অফিস আদালত, পথ ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য।

৬. নিয়্যত : নিয়্যত মানে-সংকল্প। সালাত শুরু করার আগে মুসল্লিকে 'শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে সালাত আদায় করছি' -এই নিয়্যত বা সংকল্প করতে হয়।

শিক্ষা : একজন মুসলিমকে সারাজীবন আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করে যাওয়া উচিত। সকল ভালো কাজ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের নিয়্যতে করা উচিত। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের নিয়্যতে সকল মন্দ ও নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করা উচিত।

৭. কা'বামুখী হওয়া : কা'বা আল্লাহ্র ঘর। কা'বামুখী হয়ে কিংবা কা'বার দিকে ফিরে সালাত আদায় করা জরুরি।

শিক্ষা : একজন মুসলমানকে বিশ্বাসে ও কর্মে সবসময় আল্লাহ্মুখী থাকা উচিত।

৮. রুকূ ও সাজদা : প্রতি রাকাত সালাতেই আল্লাহ্‌র কাছে মাথা নতো করে রুকূ ও সাজদা করতে হয়।

শিক্ষা : একজন মুসলমানকে সব সময় আল্লাহ্‌র কাছে অবনত থাকা উচিত। সকল ব্যাপারে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা উচিত। আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করে জীবন যাপন করা উচিত।

৯. সঠিক পথের প্রার্থনা : একজন মুসল্লি প্রতি রাকাত সালাতে 'ইহ্‌দিনাস্‌ সিরতাল মুস্তাকিম' উচ্চারণ করে আল্লাহ্‌র কাছে সরল সঠিক পথের প্রার্থনা করে।

শিক্ষা : কোনো মুসলিমের অন্যায়, অসত্য, বক্র ও ভ্রান্ত পথে চলা উচিত নয়। সব সময় সঠিক পথে চলা উচিত।

১০. একাগ্রতা : তাকবীরে তাহ্‌রীমা থেকে শুরু করে সালাম ফেরানো পর্যন্ত একজন মুসল্লি একাগ্রভাবে কেবল সালাতের প্রতিই মনোযোগী থাকে। সালাত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে- এমন কোনো কাজই সে এ সময় করেনা।

শিক্ষা : একজন মুসলমানকে তার প্রতিটি কাজ একাগ্রচিত্তে এবং মনোযোগের সাথে করা উচিত।

১১. জামাত : ফরয সালাত জামাতের সাথে দলবদ্ধ হয়ে আদায় করা আবশ্যক।

শিক্ষা : নিজেদের দীনি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্য সম্পাদনের জন্যে প্রত্যেক মুসলিমের জামাতবদ্ধ হওয়া এবং থাকা উচিত।

১২. ইমাম : জামাতে সালাত আদায়ের জন্যে একজনকে ইমাম বানাতে হয়। ইমাম মানে-নেতা। ইমামকে জ্ঞান ও চরিত্রের দিক থেকে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হতে হয়।

শিক্ষা : মুসলমানদের উচিত, তাদের দীনি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজে সবচেয়ে জ্ঞানী ও চরিত্রবান ব্যক্তিকে নেতা বানানো।

১৩. ইমামের আনুগত্য : সালাতে ইমামের কুরআন তিলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়। ইমামের সাথে সাথে সালাতের যাবতীয় নিয়ম-কানুন পালন করতে হয়। কোনো ব্যাপারে তাকে অমান্য করা যায় না।

শিক্ষা : মুসলমানদের জামাতের বা রাষ্ট্রের নেতা যদি ঠিক ঠিক ভাবে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও রসূলের অনুসরণ করে, তবে তার আনুগত্য ও অনুসরণ মুসলমানদের কর্তব্য।

১৪. ইমামের ভুল সংশোধন : ইমাম যদি নামাযের মধ্যে কোনো ভুল করে বসেন, তবে 'আল্লাহু আকবার' বলে ইমামকে সতর্ক করে দেয়া মুক্তাদিদের কর্তব্য। আর ভুল সংশোধন করে নেয়া ইমামের কর্তব্য।

শিক্ষা : দলীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের ভুল ধরিয়ে দেয়া তাদের জনগণের কর্তব্য। ভুল ধরা পড়লে তা সংশোধন করে নেয়া নেতৃবৃন্দের কর্তব্য।

১৫. সকল মুসল্লির সমান অধিকার : মসজিদে আসার এবং সালাতের জামাতে যে কোনো কাতারে দাঁড়াবার ব্যাপারে সকল মুসল্লির অধিকার সমান।

শিক্ষা : ইসলামি জামাত, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল সদস্য ও নাগরিকের অধিকার সমান। কেউ কারো অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারেনা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : সালাত যাবতীয় অশ্লীল, অন্যায় ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।' (আল কুরআন)

পাঠ-১৭

সালাতে বেশি পঠিত কয়েকটি সূরা

সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর কুরআনের আরো কিছু অংশ পাঠ করতে হয়। সেজন্যে কুরআনের বিভিন্ন অংশ মুখস্ত করো। সেগুলো সালাতে পাঠ করো।

এখানে সূরা ফাতিহাসহ কুরআনের শেষ দিকের কয়েকটি ছোট ছোট সূরা উল্লেখ করা হলো। সেগুলোর অর্থও লিখে দেয়া হলো।

এই সূরাগুলো মুখস্থ করার চেষ্টা করো। সেই সাথে অর্থও শিখার চেষ্টা করো।

মনে রেখো, সালাতে কুরআনের যেসব অংশ পাঠ করবে, সেগুলোর অর্থ জানা থাকা খুবই জরুরি। বুঝে পাঠ করা আর না বুঝে পাঠ করার মধ্যে বিরাট ফারাক।

বুঝে পাঠ করলে যা পাঠ করা হয়, সে অনুযায়ী আমল করা যায় এবং জীবন যাপন করা যায়। না বুঝে পাঠ করলে সালাতে যা পাঠ করা হয়, বাস্তব জীবনে তার বিপরীত কাজ করে ফেলার আশংকা থাকে।

বুঝে পাঠ করলে সালাতে মনোযোগী হওয়া যায়। না বুঝে পাঠ করলে সালাতের মধ্যে মন এদিক সেদিক চলে যাবার আশংকা থাকে।

সূরা আল ফাতিহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে	আয়াত : ৭

১. আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, যিনি অতি দয়ালু, পরম করুণাময়।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি মহাজগতের মালিক, পরিচালক, প্রভু ও প্রতিপালক;	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ②
৩. যিনি অতি দয়ালু, পরম করুণাময়;	اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ③
৪. যিনি প্রতিফল দিবসের মালিক।	مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ④
৫. (হে আল্লাহ্!) আমরা শুধু তোমারই দাসত্ব করি এবং কেবল তোমারই কাছে সাহায্য চাই।	اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ⑤
৬. আমাদেরকে সোজা-সঠিক পথে চালাও।	اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ⑥
৭. তাদের পথে (চালাও), যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ-অনুকম্পা করেছো। তাদের পথে নয়, যারা (তোমার) গজবে নিপতিত হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।	صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ⑦ (اٰمِيْنَ)

সূরা আল কারি'আ মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে	আয়াত : ১১

১. মহা আঘাতকারী (সময়)!	اَلْقَارِعَةُ ۝١
২. কী সেই মহা আঘাতকারী (সময়)?	مَاالْقَارِعَةُ ۝٢
৩. তুমি কিভাবে জানবে সেই মহা আঘাতকারী (সময়) কী?	وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝٣
৪. তা হলো একটি দিন, যেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পোকার মতো হয়ে যাবে।	يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝٤
৫. আর পাহাড়গুলো হয়ে পড়বে রঙিন ধূনা পশমের মতো।	وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝٥
৬. সেদিন যার (নেক কাজের) পাল্লা ভারি হবে,	فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٦
৭. সে জান্নাতে আনন্দের জীবন যাপন করবে।	فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٧
৮. আর যার (নেক কাজের) পাল্লা হালকা হবে,	وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٨
৯. তার আবাস হবে হাবিয়া।	فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۝٩
১০. সেটা (হাবিয়া) যে কী- তা তুমি কেমন করে জানবে?	وَمَآ اَدْرٰكَ مَاهِيَهْ ۝١٠
১১. হ্যাঁ, তা হলো প্রচন্ড তেজস্বী আগুনের লেলিহান শিখা।	نَارٌحَامِيَةٌ ۝١١

সূরা আত্ তাকাসুর মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে	আয়াত : ৮

১. বেশি পাবার ধান্ধা তোমাদের পথভ্রষ্ট করেছে।	اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١
২. এমনি করে তোমরা কবর যিয়ারত (মৃত্যু বরণ) করছো।	حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢
৩. না, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে (এর পরিণতি)!	كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٣
৪. পুনরায় বলছি, না, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে!	ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٤
৫. না, তোমরা যদি নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে জানতে পারতে, (তবে এমনটি করতে না)।	كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝٥
৬. অবশ্যি তোমরা প্রচন্ড আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পাবে।	لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝٦
৭. হ্যাঁ, তোমরা অবশ্যি নিশ্চিত চোখে তা দেখতে পাবে।	ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝٧
৮. হ্যাঁ, সেদিন অবশ্যিই তোমরা (পৃথিবীর জীবনে ভোগ করা) নিয়ামতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।	ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝٨

সূরা আল আসর মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে	আয়াত : ৩

১. সময়ের শপথ!	وَالْعَصْرِ ①
২. অবশ্য অবশ্যি মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।	اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ②
৩. তবে তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ (ন্যায় ও উত্তম কাজ) করেছে; তাছাড়া একে অপরকে সঠিক পথে চলার এবং তার উপর অটল থাকার পরামর্শ দিয়েছে।	اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ③

শিক্ষা :

এই সূরা থেকে আমরা ৪টি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাই। তাহলো মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারে কেবল :

১. ঈমান;
২. আমলে সালেহ;
৩. মানুষকে সঠিক পথে চলার আহ্বান;
৪. মানুষকে সঠিক পথে অটল থাকার আহ্বান।

সূরা আল হুমাযাহ্ মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে	আয়াত : ৯

১. ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে যে কলঙ্ক আরোপ করে এবং অসাক্ষাতে (মানুষের) নিন্দা করে বেড়ায়।	وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۝١
২. যে ধনমাল জমা করে আর তা গণনায় নিরত থাকে।	الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝٢
৩. সে মনে করে তার ধন-মাল তাকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখবে।	يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۝٣
৪. কখনো নয়, বরং তাকে হুতামায় নিক্ষেপ করা হবে।	كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۝٤
৫. আর তুমি কেমন করে জানবে হুতামা কী?	وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٥
৬. তা হলো আল্লাহ্র জ্বলন্ত আগুন!	نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝٦
৭. যা অন্তরের অভ্যন্তরে গিয়েও দগ্ধ করবে।	الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۝٧
৮. (তাদেরকে ঢুকানোর পর) সেই অগ্নি গহ্বরের মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে।	اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝٨
৯. বিস্তৃত থামের মধ্যে (তাদেরকে বেঁধে রেখে অগ্নিদগ্ধ করা হবে)।	فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٩

সূরা আল ফীল মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে	আয়াত : ৫

১. তুমি কি দেখনি (হে মুহাম্মদ) তোমার প্রভু হাতীওয়ালা বাহিনীর সাথে কী আচরণ করেছেন?	اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝١
২. তিনি কি তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেননি?	اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ ۝٢
৩. আর তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়েছেন।	وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝٣
৪. তারা তাদের উপর পাকা মাটির পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল।	تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝٤
৫. এভাবে তিনি তাদেরকে চিবানো ভূষির মতো (নাস্তানাবুদ) করে দিয়েছিলেন।	فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝٥

শিক্ষা :

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাঁর ক্ষমতার কাছে সবাই অসহায়। তাই সকলেরই আল্লাহ্‌র অনুগত হয়ে থাকা উচিত।

সূরা কুরাইশ মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে	আয়াত : ৪

১. যেহেতু কুরাইশদের পরিচিত করানো হয়েছে।	لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ①
২. শীতকালের ও গরমকালের সফরে তাদেরকে পরিচিত করানো হয়েছে।	اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ②
৩. (সেজন্য) তাদের উচিত (শুধুমাত্র) এই (কাবা) ঘরের মালিকের ইবাদত করা।	فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ③
৪. যিনি (তাঁর এই ঘরের উসিলায়) আহার যুগিয়ে তাদের ক্ষুধা নিবারণ করেছেন এবং ভয়ভীতি থেকে তাদের নিরাপদ করেছেন।	الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ④

শিক্ষা :

মানুষের কর্তব্য কেবলমাত্র নিজেদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, যিনি তাদের জীবন সামগ্রী দান করেন এবং তাদের প্রতিপালন করেন।

সূরা আল মাউন মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে	আয়াত : ৭

১. তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখছো, যে (পরকালের) প্রতিফলকে অস্বীকার করে?	اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝١
২. এই ব্যক্তিই এতিমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়।	فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝٢
৩. এবং (সে) মিসকিনকে খাওয়াতে উৎসাহ দেয়না।	وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝٣
৪. আর ঐ নামাযীদের জন্যে রয়েছে ধ্বংস,	فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝٤
৫. যারা তাদের নামাযে গাফলতি করে।	اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝٥
৬. যারা লোক দেখানোর জন্যে (ভালো) কাজ করে,	اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝٦
৭. এবং ছোট খাটো জিনিস (যেমন- লবণ, পেঁয়াজ, পানি বাটি) পর্যন্ত দিতে মানা করে।	وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝٧

সূরা কাওসার মক্কায় অবতীর্ণ	بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে	আয়াত : ৩

১. (হে নবী!) নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি।	اِنَّاۤ اَعۡطَيۡنٰكَ الۡكَوۡثَرَ ۝
২. সুতরাং তুমি তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করো এবং কুরবানি করো।	فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانۡحَرۡ ۝
৩. আসলে তোমার শত্রুই শিকড় কাটা।	اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الۡاَبۡتَرُ ۝

শিক্ষা :

এই সূরার দ্বিতীয় আয়াত থেকে জানা যায়, সালাত আদায় করতে হবে কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে।

সূরা আল কাফিরূণ মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে	আয়াত : ৬

১. (হে নবী!) বলে দাও : ওহে কাফিররা!	قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ①
২. তোমরা যাদের ইবাদত করো, আমি তাদের ইবাদত করিনা।	لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ②
৩. আর আমি যাঁর ইবাদত করি, তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও।	وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ③
৪. আর তোমরা যাদের ইবাদত করেছো, আমি তাদের ইবাদতকারী নই।	وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ④
৫. আর আমি যার ইবাদত করি, তোমরা তার ইবাদতকারী নও।	وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ⑤
৬. তোমাদের জন্যে তোমাদের দীন, আর আমার জন্যে আমার দীন।	لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ⑥

সূরা আন নাস্‌র মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে	আয়াত : ৩

১. যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় এসেছে,	إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾
২. এবং তুমি দেখতে পাচ্ছো যে, লোকেরা দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করছে,	وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾
৩. তখন তোমার প্রভুর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী।	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

শিক্ষা :

একজন মুমিন যখন ভালো কাজে সফল হয়, বিজয়ী হয়; তখন তার উচিত এর জন্যে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা, তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং নিজের ভুল-ত্রুটির জন্যে তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া।

সূরা আল লাহাব মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে	আয়াত : ৫

১. ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত, ধ্বংস হোক সে।	تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ①
২. তার ধন-সম্পদ এবং তার উপার্জন তার কোনো উপকারে আসলোনা।	مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ②
৩. অচিরেই তাকে আগুনের লেলিহান শিখায় পোড়ানো হবে।	سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ③
৪. এবং তার স্ত্রীকেও (পোড়ানো হবে), যে (নবীকে কষ্ট দেয়ার জন্যে) ঘাড়ে করে কাঠ কেটে এনে (নবীর পথে) ফেলে রাখে।	وَّامْرَاَتُهٗ ۭ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ④
৫. (সেদিন) তার গলায় থাকবে খেজুরের আঁশের পাকানো দড়ি।	فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ⑤

সূরা আল ইখলাস মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে	আয়াত : ৪

১. (হে নবী!) বলে দাও : তিনি আল্লাহ্, তিনি এক ও একক।	قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ①
২. আল্লাহ্ স্বয়ং সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষাহীন।	اَللّٰهُ الصَّمَدُ ②
৩. তিনি জন্ম দেননা এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি।	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ③
৪. তাঁর সমকক্ষ এবং সমতুল্য কেউ নেই।	وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ④

শিক্ষা :

এই সূরায় ইখলাস বা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্র একত্বের ঘোষণা দিতে বলা হয়েছে। তাই প্রত্যেকেরই উচিত আল্লাহ্র একত্বের প্রতি ঈমান পোষণ করা এবং শিরক থেকে মুক্ত থাকা।

সূরা আল ফালাক মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে	আয়াত : ৫

১. (হে নবী!) বলো : আমি ভোরের প্রভুর কাছে আশ্রয় চাই।	قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١
২. সেই সবের অনিষ্ট থেকে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।	مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢
৩. আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে, যখন তার অন্ধকার ছেয়ে যায়।	وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٣
৪. আর সেইসব নারী (বা) পুরুষদের অনিষ্ট থেকে, যারা গিরায় ফুঁ দেয়।	وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝٤
৫. আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।	وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥

সূরা আন নাস মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে	আয়াত : ৬

১. (হে নবী) বলো : আমি আশ্রয় চাই মানব জাতির প্রভুর কাছে।	قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ①
২. মানব জাতির সম্রাটের কাছে।	مَلِكِ النَّاسِ ②
৩. মানব জাতির ত্রাণকর্তার কাছে।	اِلٰهِ النَّاسِ ③
৪. কুমন্ত্রণাদাতা খান্নাসের অনিষ্ট থেকে।	مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④
৫. (সেই খান্নাস থেকে) যে মানুষের মনে (বার বার এসে) কুমন্ত্রণা দেয়।	اَلَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ⑤
৬. সে জিন হোক কিংবা মানুষ।	مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥

পাঠ-১৮

সালাত সম্পর্কে কুরআনের বাণী ও হাদিস

❖

● কুরআনের বাণী

এখানে সালাত সম্পর্কে কুরআনের কয়েকটি বাণী উল্লেখ করা হলো। এগুলোর অর্থ জানার এবং মুখস্ত করার চেষ্টা করো।

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ○

অর্থ : আর সালাত কায়েম করো আমাকে স্মরণ করার জন্যে।' (সূরা ২০ তোয়াহা : আয়াত-১৪)

وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ○

অর্থ : সালাত কায়েম করো এবং যাকাত দিয়ে দাও। আর যারা রুকূ করে তাদের সাথে রুকূ করো (অর্থাৎ- জামাতে সালাত আদায় করো)।' (সূরা ২ আল বারাকা : আয়াত-৪৩)

اُتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ط

অর্থ : যে কিতাব তোমার প্রতি অহী করা হয়েছে, তা থেকে তিলাওয়াত করো এবং সালাত কায়েম করো।' (সূরা ২৯ আনকাবূত : আয়াত-৪৫)

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ط

অর্থ : অবশ্যি সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে।' (সূরা ২৯ আনকাবূত : আয়াত-৪৫)

وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ط

অর্থ : তোমার পরিবার পরিজনকে সালাতের আদেশ করো। এবং এর উপর অটল থাকো।' (সূরা ২০ তোয়াহা : ১৩২)

يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ط

অর্থ : (লোকমান তার ছেলেকে এই বলে উপদেশ দিয়েছিল:) হে আমার পুত্র! সালাত কায়েম করবে, ভালো কাজের নির্দেশ দেবে, অসৎ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে, আর (এতে বিপদ আপদ আসলে) ধৈর্য ধরবে।' (সূরা ৩২ লোকমান : আয়াত-১৭)

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

অর্থ : তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো সবর (ধৈর্য) ও সালাতের মাধ্যমে।' (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত-৪৫)

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ

অর্থ : একদল লোক আছে, তাদেরকে ব্যস্ততা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য আল্লাহ্‌র স্মরণ এবং সালাত কায়েম করা থেকে বিরত রাখেনা।' (সূরা ২৪ নূর : আয়াত-৩৭)

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ

অর্থ : (একদল লোক আছে) তাদেরকে যদি আমি দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করি, তবে তারা সালাত কায়েম করবে.....।' (সূরা ২২ আল হজ্জ : আয়াত-৪১)

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ○

অর্থ : (ইবরাহিম দোয়া করেছিল :) হে আমার প্রভু! আমাকে সালাত কায়েমকারী বানাও আর আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও।' (সূরা ১৪ ইবরাহিম : আয়াত-৪০)

❖ সালাত সম্পর্কে দুটি হাদিস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ ؟ قَالَ الصَّلٰوةُ لِوَقْتِهَا، قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ؟ قَالَ اَلْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ○

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র নবী সা.-কে জিজ্ঞাসা করলাম : আমল সমূহের (কর্ম সমূহের) মধ্যে কোন্ আমলটি (কাজটি) আল্লাহ্‌র কাছে সবচে' প্রিয়? তিনি বললেন : সময় মতো সালাত আদায় করা।' আমি বললাম, তারপর কোন্ কাজটি? তিনি বললেন : মা-বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করা।' আমি বললাম, তারপর কোন্ কাজটি? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র দীন বাস্তবায়নের জন্যে প্রচেষ্টা চালানো।" (সূত্র : সহীহ্ বুখারি ও মুসলিম)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ اَحْسَنَ وُضُوْءَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدًا اَنْ يَّغْفِرَ لَهُ ○

অর্থ : উবাদা বিন সামিত রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দিয়েছেন। যে কেউ সেগুলো আদায়ের উদ্দেশ্যে সুন্দরভাবে অযু করবে, নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সেগুলো আদায় করবে, সেগুলোর রুকূ সাজদা পূর্ণভাবে আদায় করবে, তার জন্যে আল্লাহ্‌র অংগীকার হলো, তিনি তাকে ক্ষমা করে দেবেন।" (সূত্র : আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, মালিক)

সমাপ্ত

সেরা জীবন গড়ার সেরা হাতিয়ার সুন্দর বই
সহজে ইসলামকে জানার উপযোগী
আবদুস শহীদ নাসিম-এর উপহার
একগুচ্ছ চমৎকার বই
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
সবার আগে নিজেকে গড়ো
কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
নবীদের সংগ্রামী জীবন (১ম খন্ড)
নবীদের সংগ্রামী জীবন (২য় খন্ড)
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
উঠো সবে ফুটে ফুল
এসো নামায পড়ি
সুন্দর ও সেরা জীবন গড়ার জন্যে
এই বইগুলো পড়ুন
প্রাপ্তিস্থান
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস্ রেলগেইট, মগবাজার
ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৮৩১১২৯২

বিবিসি